



300994 - কতিবসমূহেরে প্রতীক্ষমান আনাকে রাসূলদেরে প্রতীক্ষমান আনার ওপর প্রধান্য দয়ো

প্রশ্ন

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে হাদিসি “তুমি আল্লাহর প্রতীক্ষমান আনবে, তাঁর ফরেশেতাদেরে প্রতীক্ষমান আনবে, তাঁর কতিবসমূহেরে প্রতীক্ষমান আনবে, তাঁর রাসূলগণেরে প্রতীক্ষমান আনবে, শেষে দবিসেরে প্রতীক্ষমান আনবে এবং ভাল-মন্দেরে তাকদীরেরে প্রতীক্ষমান আনবে”-এ কতিবসমূহেরে প্রতীক্ষমান আনাকে ফরেশেতাদেরে প্রতীক্ষমানেরে পর এবং রাসূলগণেরে প্রতীক্ষমানেরে আগে উল্লেখ করা হল কেনে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নশ্চয় বান্দার প্রতীক্ষমানেরে ক্বতেরে সর্বপ্রথম যা ওয়াজবি সটো হল: আল্লাহ তাআলার প্রতীক্ষমান আনা। এর কারণ হল যতক্ষণ পর্যন্ত না এটা সাব্যস্ত না হয় যে, এ মহাবিশ্বেরে একজন উপাস্য আছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাে রাসূলগণেরে সত্যতা জানা সম্ভবপর নয়। তাই আল্লাহর মারফিত বা তাঁকে জানা হচ্ছে মূল। এ কারণে আল্লাহ তাআলা ঈমানেরে এ স্তরকে অন্যগুলোর আগে উল্লেখ করছেন।

তারপর বহু দলিলে আল্লাহ তাআলার প্রতীক্ষমানেরে বিষয়টি উল্লেখ করার পর তাঁর মর্যাদাবান ফরেশেতাদেরে প্রতীক্ষমানেরে উল্লেখ করা হয়েছে। এর গূঢ় রহস্য হল: আল্লাহ তাআলা ফরেশেতাদেরে মাধ্যমে তাঁর নবীগণেরে নিকট ওহী প্রেরণ করেন। তিনি বলেন: “তিনি তাঁর বান্দাদেরে মধ্য থেকে যাদেরে কাছে চান, তাঁর এই নরিদশেরে ওহী নিয়ে ফরেশেতা পাঠান যে, তোমরা (মানুষকে) সতর্ক করে দিয়ে বলবে, “আমি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নই, অতএব আমাকে ভয় করো।”[সূরা নাহল, আয়াত: ২]

তিনি আরও বলেন: “বিশ্বস্ত আত্মা (জিবরাইল) তা নিয়ে নাযলি হয়েছে আপনার আত্মার ওপর; যাতে করে আপনি সতর্ককারী হতে পারেন।”[সূরা শূআরা, আয়াত: ১৯৩-১৯৪]

যখন এটা সাব্যস্ত হল যে, আল্লাহর ওহী (প্রত্যাদেশে) ফরেশেতার মাধ্যমে মানুষেরে কাছে পৌঁছেছে; তখন ফরেশেতারাই হল আল্লাহ ও মানুষেরে মাঝে মাধ্যম। এ কারণে ফরেশেতাদেরে প্রতীক্ষমানকে দ্বিতীয় স্তরে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঠিক একই গূঢ় রহস্যেরে কারণে আল্লাহ তাআলা বলেন: “আল্লাহ সাক্ষ্য দনে যে, নশ্চয় তিনি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নই। আর ফরেশেতাগণ এবং জ্ঞানীগণও; আল্লাহ ন্যায়নীতির উপর প্রতীক্ষিত। তিনি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।”[সূরা আল ইমরান, আয়াত: ১৮]



তৃতীয় স্তর হচ্ছ: কতিবসমূহ। কতিব হচ্ছ: সেই ওহী বা প্রত্যাদেশে যা ফরেশেতা আল্লাহর কাছ থেকে গ্রহণ করে মানুষের কাছ পৌঁছিয়ে দতিনে। তাই কতিবসমূহের আগে ফরেশেতা উল্লেখযোগ্য এবং এ কারণেই কতিবসমূহকে পরে উল্লেখ করা হয়েছে।

চতুর্থ স্তর হচ্ছ: রাসূলগণ। তাঁরা হচ্ছনে যারা ফরেশেতাদের কাছ থেকে ওহীর নূর গ্রহণ করছেন। এ কারণে রাসূলদেরকে চতুর্থস্তরে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম রায়ী তাঁর তাফসিরে (৭/১০৮) এ কারণ উল্লেখ করছেন। [দখুন: বায়যাবীর উপর লখিতি যাদাহ-এর হাশিয়া (পার্শ্বটীকা) (২/৬৯৪)]

তবীবী বলেন: ফরেশেতাকে কতিব ও রাসূলদের আগে উল্লেখ করা হয়েছে বাস্তবতার সাথে মলি রখে। যহেতে আল্লাহ তাআলা ফরেশেতাকে কতিব দিয়ে রাসূলের কাছ পঠিয়েছেন। [শারহুল মশিকাত (২/৪২৫) থেকে সমাপ্ত]

তবে উল্লেখিত বিষয়টি অতিরিক্ত ও সূক্ষ্ম জ্ঞানশ্রণীয়; জ্ঞানরে কোন মটৌকি বিষয় নয়; যার উপর কোন আকদি বা হুকুম নরিভর করে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।